R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

Webel
Computer Training Centre (Under Govt. of West Bengal)
এখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে উন্নতমানের কম্পিউটার শিক্ষা ও সার্টিফিকেট যা Employment Exchange-এ গ্রহণযোগ্য
ইউ, বি, আই-এর সন্নিকটে রঘুনাথগঞ্জ, ফোন (০৩৪৮৩) ২৬৬৩০৪ মোঃ ৯৭৩২৯১১৮৪০, ৯২৩২৪৫০৬৪১

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত )
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৪শ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪১৪ সাল। ১৫ই আগষ্ট ২০০৭ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

## গরমে চাহিদার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হওয়ায় লোডসেডিং বাড়বেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার উমরপুর ও ধুলিয়ান সাব-ষ্টেশনের আওতায় যে সব গ্রাম বা শহর ( বীরভুমের মুরারইসহ ) আছে, সেখানে নিয়মিত এক থেকে দেড় ঘন্টা হুটহাট লোডসেডিং চলছে। দিনে রাতে অন্ততঃ চার বার। এর ফলে অস্বাভাবিক গরমে মানুষের অসহনীয় অবস্থা। ব্যবসা বাণিজ্যেও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। উমরপুর ১৩২ কেভি পাওয়ার স্টেশন সূত্রে জানা যায়, ফ্রিকোয়েন্সি ডাউন হলে লোডসেডিং করতেই হবে। অন্ততঃ ৫০ সাইকেল মেকাপ না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে লোডসেডিং চালু রাখতে হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ ও ধুলিয়ান সাব-ষ্টেশনে এক দেড় ঘন্টার লোড সেডিং-এ যদি পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সির উন্নতি না হয় তবে এই এলাকায় বিদ্যুৎ চালু করে বহরমপুর এলাকায় লোডসেডিং চালু হয়ে যাবে। এতেও যদি অবস্থার উন্নতি না হয় বা বিদ্যুৎ ঠিক মত যোগান দিতে না পারে তবে নির্দিষ্ট সময়ের পর বহরমপুরকে চালু করে কান্দী এলাকায় বিদ্যুৎ ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## জায়গা দান করে আজ দাতার পরিবারই স্কুল কমিটির প্রধান প্রতিপক্ষ

নিজস্ব সংবাদাদাতা ঃ ১৯৮৫ সালে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা পঞ্চায়েতের রামদেবপুর গ্রামে ১৮ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ঐ গ্রামের লোকমান আলি বিশ্বাস তাঁর বাড়ী সংলগ্ন এক কাঠা জায়গা বিদ্যালয়ের নামে দানপত্র রেজিষ্ট্রি করে দেন। এ্যাফ্লেক্স বাঁধ লাগোয়া ঐ জায়গায় ২০০৫ সালে সর্বশিক্ষা প্রকল্পের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় গৃহ নির্মণ হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকায় দুটো বড় ঘর, পায়খানা-বাথরুম, সিঁড়ি, রান্না ঘর, অফিস ঘর ইত্যাদি তৈরী হয়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ফরাক্কা ব্যারেজের জায়গায় এবং লোকমান আলি বিশ্বাসের বাড়ী ও স্কুল গৃহের মাঝে নিয়ম মতো ছেড়ে দেয়া ডোনারের তিন ফুট জায়গাও বাড়ীর পুরুষ মানুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে স্কুল কমিটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেন। এরপর ২০০৭-এ এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকায় দোতলায় ঘর করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর ছাদ চেপে কাজ শুরু করার জন্য ম্যানেজিং কমিটি রেজুলিউসন নেয়। এই পরিস্থিতিতে ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## ছাত্রদের কথা উপেক্ষা করে দু' মাসের ছুটি মঞ্জুর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের একমাত্র পূর্ণ সময়ের অধ্যাপিকা ডঃ ইন্দ্রাণী ঘোষ। বাকী তিনজন আংশিক সময়ের অনভিজ্ঞ শিক্ষক ঐ বিভাগের অনার্স ও পাস কোর্সের দায়িত্বে আছেন। তিন বছরের পাস ও অনার্স-এ ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে ৬৫০ মতো। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ গত মাসে ইন্দ্রাণী ঘোষ দু' মাসের ছুটিতে বিদেশে বেড়াতে গিয়েছেন বলে খবর। এই ভর মরশুমে ছাত্রদের কথা না ভেবে পলিটিক্যাল সায়েন্সের হেড অব ডিপার্টমেন্ট ইন্দ্রাণী ঘোষের দু' মাসের টানা ছুটি মঞ্জুর করলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। জনৈক অভিভাবকের বক্তব্য—'ইন্দ্রাণী ঘোষ জি, বি-র মেম্বার বলেই কি এই বিশেষ সুযোগ ?'

## নিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ একটু বৃষ্টি হলেই সাগরদীঘির বালিয়া গ্রামের রাস্তায় চলাচল দায় হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে স্কুল ছাত্রীদের হাঁটুর ওপর শাড়ী না তুললে গতি নেই। জানা যায়, প্রধান মন্ত্রীর সড়ক যোজনা প্রকল্পে মনিগ্রাম থেকে বালিয়া পর্যন্ত ( শেষ পৃষ্ঠায় )

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে ( মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে )
পোঃ গনকর ( মুর্শিদাবাদ ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৪ সাল।

## ১৫ই আগষ্ট আত্মশুদ্ধির দিন

দেশে জন্মিলে দেশ আপনার হয় না, দেশকে ভালোবাসিতে হয়, তাহাকে আপনার আপনজন, আত্মার আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে হয়। তবেই দেশ আপনার হয়। দেশের সুখ দুঃখ অর্থাৎ দেশের মানুষদের সুখ দুঃখকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শেখাই হইতেছে দেশপ্রেম। দেশের মানুষের নিকটে দেশ হইতেছে জননী-স্বরূপা। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, বুকের স্তন্য দিয়া তাহাকে বড় করিয়া তোলেন। আর দেশ জননী তাহার সন্তানদের আপনার বুকের উপর স্থান দিয়া পরিপোষণ করিয়া থাকে। মায়ের প্রতি যেমন সন্তানের কর্তব্য থাকিয়া যায়, দেশ জননীর প্রতিও তেমনি কর্তব্য এবং ঋণ থাকে দেশবাসী সন্তানদের। গর্ভধারিণী মাতার ঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি দেশ মাতৃকার ঋণ দেশের সন্তানদের ক্ষেত্রেও সমান অপরিশোধ্য। গর্ভধারিণীর মত দেশ মাতৃকার প্রতি সর্ববিষয়ে যত্নবান হওয়া সন্তানসন্ততিদের অবশ্য কর্তব্য। মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এই ভারতভূমি ছিল শাপভ্রষ্টা অহল্যার মত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দিনী। শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সেদিন আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে একপ্রাণ একতা লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার ফুটন্ত সকাল আনিবার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছিল কত শত শহীদ বীর সন্তানেরা। সেদিন মুক্তির সোপানতলে কত শত প্রাণ উৎসর্গিত হইয়াছিল। চলিয়াছিল রাত্রির তপস্যা। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে দেশের মানুষের কাছে দেশ ছিল সব কিছুর উপরে। তাহার জন্য অনেকেই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, বিপদকে বরণ করিয়াছে, হাসিমুখে মৃত্যুপাশ আপন গলায় পরিয়াছে। কারণ তাহারা জানিত প্রাণের চাইতে ত্রাণ বড়। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিয়া থাকার সুখ নাই। তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশের মানুষ বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আবার কেহ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া রজ্জুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। গাহিয়াছে জীবনের জয়গান।

আজ ১৫ই আগষ্টের দিনে ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো বীর শহীদদের কথা বার বার মনে পড়ে। লজ্জা হয়— আমরা তাহাদের উত্তরসুরী বলিতে। কাঙ্খিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা কতজন নিবেদিত প্রাণ হইতে পারিয়াছি? দেশকে ভালো না বাসিয়া নিজেকে, নিজের স্বার্থকে ভালোবাসিয়াছি। দেশপ্রেমের মিথ্যা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া আপন আপন স্বার্থের সেবা করিয়া চলিয়াছি। ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে, সন্ত্রাসের নামে, প্রাদেশিকতার নামে এই দেশের মানুষ আমরা আজ মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত, কলঙ্কিত করিয়া চলিয়াছি। স্বার্থপরতার, ক্ষমতা লোলুপতার যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকা আজ একপ্রকার বলিপ্রদত্ত হইয়া চলিয়াছে। আমরা কি একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কত প্রাণের মূল্যে কেনা হইয়াছে জননীর বন্ধন মুক্তি।

## জয়েন্ট কেলেঙ্কারি

শীলভদ্র সান্যাল

'ভয়ে ভয়ে ডাক্তার-ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল কিন্তু শারীর-বিদ্যা বা চিকিৎসাশাস্ত্রে কোন নতুন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না।' আজ থেকে বিরানব্বই বছর আগে উচ্চারিত রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আজও কতটা প্রাসঙ্গিক সাম্প্রতিককালে জয়েন্ট কেলেঙ্কারির ভয়াবহ খবরগুলির দিকে নজর পড়লে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন বর্ষে পাঠরত এ পর্যন্ত অন্ততঃ আঠারোজন ভুয়ো ছাত্রের খবর পাওয়া গেছে, যাঁরা আদৌ জয়েন্ট পরীক্ষা না দিয়ে খাতায় কলমে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হিসেবে পরিগণিত। এই অসম্ভব কান্ড যে কীভাবে সম্ভব হল, সেটা আজ আমরা সকলেই জানি। নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এখন, এই জয়েন্ট কেলেঙ্কারি আমাদের মনে প্রথম যে প্রশ্নটা তুলে ধরে, তা হল, ওই সব ভুয়ো ছাত্ররা, যাঁরা মানী বাপঠাকুরদার মানি পাওয়ারের জোরে ব্যাকডোর দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার ছাড়পত্র জোগার করে ফেললেন, তাঁরাই যখন ডাক্তারি পাশের সার্টিফিকেট নিয়ে বেরবেন এবং নামের পুচ্ছদেশে এম, বি, বি, এস—এম, ডি প্রভৃতি ওজনদার ডিগ্রি-ওয়ালা নেমপ্লেট হাঁকিয়ে আমার আপনার পাড়ায় চেম্বার খুলে বসবেন, তখন তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি কতটা ও কীরকম 'অভ্রান্ত' ও 'সুপ্রযুক্ত' হয়ে কতজন রোগীর গঙ্গা-যাত্রার ব্যবস্থা করবে! কারণ যে শিক্ষাটাই দাঁড়িয়ে আছে একটা চূড়ান্ত জালিয়াতি ও ফাঁকিবাজির ওপরে তার প্রয়োগ পদ্ধতিও চূড়ান্তরকম ব্যর্থ হতে বাধ্য; শুধু তাই নয়, বর্তমান সমাজদেহে তা যে কীরূপ বিষবৎ ফলদায়ক, সে কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

পাশাপাশি, এই কেলেঙ্কারি এটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, অধুনা প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা কতটা শিথিল ও ত্রুটিপূর্ণ! তা সে জয়েন্ট-এর প্রশ্নের প্রকার, উত্তর দান-প্রক্রিয়া, নজরদারি পদ্ধতি—যাই হোক না কেন! এ সব ত্রুটির রন্ধ্রপথগুলি এতটাই নিশ্চিত ও নিরাপদ, যে বাইরের জালচক্রগুলি অনায়াসে এ রাজ্যেও তাদের রাজ্যপাট বিঁছিয়ে বসেছে এবং বছরের পর বছর সবার চোখে ধুলো দিয়ে এত বড় দুর্নীতি চালিয়ে এসেছে। বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সেই সব ছাত্রদের ভর্তি করিয়ে দিয়েছে, যারা আদৌ পরীক্ষায় বসেনি। রাজ্যবাসীর কাছে এই সংবাদ যে কতটা নিদারুণ, সমাজ ব্যবস্থায় কিরূপ মারাত্মক ফলপ্রদ এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও পরীক্ষার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে কিরূপ বিপজ্জনক, আশাকরি তা না বললেও চলে। ইতিপূর্বে, পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র (মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত, এমন কি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাতেও) ফাঁস, প্রশ্নপত্রে দৃষ্টিকটু প্রমাদ, মোটা রকম অর্থের বিনিময়ে ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া অথবা স্কুল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সদ্যনিযুক্ত শিক্ষককে লক্ষাধিক টাকার ডোনেশন দিতে বাধ্য করা—এ সব সংবাদ আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। সেই সব দুর্নীতির তালিকায় নবতম সংযোজন হল এই জয়েন্ট কেলেঙ্কারি, যা যে কোনও সুস্থ ও মনস্ক নাগরিককে নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নে বিপন্ন করতে বাধ্য।

এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা অতীব পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রবণ। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষা তুলে দিয়ে আবার তার পুনর্বহাল, (৩য় পৃষ্ঠায়)

# ‘ও আলোর পথযাত্রী.......’

মানিক চট্টোপাধ্যায়

প্রথম দেখেছিলাম তাঁকে ১৯৬৬ এর গণআন্দোলনে। শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান সত্যাগ্রহে। কোলকাতার এসপ্ল্যানেড ইষ্টে গণআন্দোলনরত অবস্থানে। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তৎকালীন জেলা সম্পাদক প্রভাতদার ( প্রভাত রায় চৌধুরী ) নেতৃত্বে এই অবস্থান সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম মহানগরী দর্শন। জেলভরো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কোলকাতাকে দেখা। তিলোত্তমা কোলকাতা। তখন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। একেবারে এক তরুণ শিক্ষকের হাঁ করে কোলকাতা দেখা। প্রথমে আমরাই সরকারী আইনের তোয়াক্কা না করে পুলিশের কর্ডন ভেঙে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে। সেলের নাম ‘সাতখাতা’। সেখানেই সকলে নিবিড় সান্নিধ্য পেলাম শিক্ষক আন্দোলনের এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের। শিক্ষক আন্দোলনের সংগ্রামী ইতিহাসের এই কারিগরের নাম সত্যপ্রিয় রায়। গত ১লা মার্চ সারা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জন্মশতবর্ষের সূচনা হয়েছে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সমস্ত সংগ্রামের প্রধান উৎসমুখ ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়। তিনি তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষক আন্দোলনকে শ্রমিক-কর্মচারী ও অন্যান্য মানুষের আন্দোলনের সহযোগী করে তুলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রধান কান্ডারী। তিনি অনুভব করেছিলেন শিক্ষা এবং শিক্ষক গাঁটছড়া বেঁধে চলে। এরা অভিন্ন। শিক্ষক সমাজের উপর নির্ভর করে দেশ তথা জাতির ভবিষ্যৎ। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সেই বিখ্যাত শ্লোগান ‘শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী’ তাঁর কন্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ সত্যপ্রিয় রায় প্রসঙ্গে পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসুর স্মৃতিচারণ উল্লেখ করছি। ‘নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি একটি বৃহৎ শিক্ষক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, ভারতবর্ষে এত বড় শিক্ষক সংগঠন নেই। সংগঠন যে আজ এত শক্তিশালী হয়েছে তার পিছনে সত্যপ্রিয় রায়ের বিরাট অবদান আছে।’ তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ ‘সত্যপ্রিয় রায় এর জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। নতুন প্রজন্ম আসছেন। শিক্ষকতার মতো মহৎ পেশাকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। অতীতের কথা তাঁদের জানাতে হবে। আগামী দিনের শিক্ষা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হোক সত্যপ্রিয় রায়ের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে।’

সময়ের নদীতে অনেক স্রোত বয়ে গিয়েছে। এখন বিশ্বায়নের প্রভাবে সমাজের সর্বস্তরে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন। বর্তমানের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এই বিশ্বায়নের ঝোড়ো হাওয়ায় খড়কুটোর মত ভেসে না যায় তার জন্য শিক্ষক সমাজকে সজাগ থাকতে হবে। এই ঝোড়ো হাওয়াকে প্রতিহত করতে হবে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা চেতনায়। শিক্ষকেরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। বতমান বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের মর্যাদা দিয়েছেন। সমাজের প্রতি শিক্ষকদের একটা দায়বদ্ধতা আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা এটা অনেকেই বিস্মৃত হই। শিক্ষাদর্শনে একটা কথা আছে ঃ ‘The future of India will be shaped in our class room.’ এই শ্রেণী কক্ষের যাঁরা আচার্য্য তাঁরা যদি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকেন, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হন, মূল্যবোধ ও সামাজিক চেতনাকে বিকশিত করেন—তবেই সত্যপ্রিয় রায়ের জন্মশতবর্ষে প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

এখনও চোখের সামনে ভাসে ১৯৬৬ সালের শিক্ষা আন্দোলনের ছবি। সেই প্রেসিডেন্সী জেলের সাতখাতার সেল। সন্ধ্যায় দিলীপবাবু, সুশীলবাবু, তরুণ অধিকারী এই সব পরিচিতদের মধ্যে বসে গল্প-গুজব। লালগোলার অলোক সান্যালের গান। জেলের খেলার মাঠ। বিরাট পুকুর। নেতাজী সুভাষ—অরবিন্দের সেল। কৃষ্ণচূড়া গাছ। এর মধ্যেই শিক্ষক আন্দোলনের আলোর পথযাত্রীর শালপ্রাংশু দেহ। উদার স্মিত চাহনী। সব কিছু মনকে উদ্বেল করে তোলে। এই স্মৃতি আমার শিক্ষক জীবনের অহংকার।

## জয়েন্ট-কেলেঙ্কারি ( ২য় পৃষ্ঠার পর )

অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন এবং পুনরায় জানুয়ারিতে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত। প্রগতিপত্রে নবতম মূল্যায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রেডেসন প্রথা চালু, নৈর্ব্যক্তিকতার ওপর জোর দিয়ে প্রশ্নের প্রকারে বিপুল রূপান্তর সাধন, কর্মশিক্ষা, পরিবেশ-পরিচিতি, জীবন-শৈলী—বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে প্রভৃতি বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি অথবা অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রচেষ্টা এবং একেবারে সাম্প্রতিককালে ( সম্ভবতঃ ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলগুলির ধাঁচে ) পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি মাসে পরীক্ষা ব্যবস্থা (ক্রমিক একক অভীক্ষা) চালু ইত্যাদি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে আমরা সেই শিক্ষা গবেষণার পরিচয় পেয়েছি। এককালীন পরীক্ষায় দু-বছরের বিপুল পাঠ্যসূচির ভার লাঘব করতে এখন যে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্সকে দু-বছরের দুটি পরীক্ষায় বিছিন্ন ক’রে দেওয়া হয়েছে, তাও ওই নিরীক্ষারই অঙ্গ। পূর্বে জয়েন্ট পরীক্ষার কোনও অস্তিত্ব ছিল না, স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেডিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার যোগ্যতা বিচার করা হত। নম্বরের নিরিখে ভর্তি হওয়ার চালু প্রথার মধ্যে কোন্ ভূত নিহিত ছিল কে জানে, নম্বর-প্রথা উঠে গিয়ে চালু হল জয়েন্ট-এন্ট্রান্স পরীক্ষা। উচ্চ মাধ্যমিক ও জয়েন্ট, পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ট্রাপিজের ব্যালান্স খেলা। শ্যাম আর কুল দুটোই বজায় রাখতে গিয়ে বিপন্ন পরীক্ষার্থীদের গলদঘর্ম অবস্থা, তারই সুযোগে গজিয়ে উঠল হাজার হাজার কোচিং সেন্টার, মা লক্ষ্মী তাঁর জোড়া আসন পেতে বসলেন। পয়সা-ওয়ালা রুগী যেমন হাসপাতাল ছেড়ে নার্সিং হোমে যায়, তেমনই সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য সন্তান বিদ্যালয়মুখী না হয়ে (দশ-বিশ হাজার তন্‌খা আগাম গুণে দিয়ে) কোচিং সেন্টারমুখী হল ! জয়েন্ট-এন্ট্রান্স নিয়ে অভিভাবক-সমাজে তৈরী হল এক অদ্ভুত ক্রেজ, আর খুড়োর কলে পড়ে পরীক্ষার্থীরা—উচ্চ মাধ্যমিক নয়, জয়েন্টকেই জীবনের মোক্ষ বলে ভাবতে শিখল। একবার না পারিলে দেখ শত বার। বাস্তবেও প্রায় সেরকমই ঘটতে দেখা গেল। জয়েন্টে সাফল্য—সেও যেন স্টাটাসের অঙ্গ হয়ে উঠল। বাপ্‌-ঠাকুরদা যদি ডাক্তার হন, সেখানে অন্যবিধ সমস্যা। তাঁদের বংশধরকেও ডাক্তার হতেই হবে, নইলে সমাজে মান থাকে না যে ! ক্যারিয়ারের কড়া দাওয়াই দিয়ে ছোট থেকেই শুরু হল তার মগজ ধোলাই। তোমাকে ‘ডাক্তার’ হতে হবে। পাগলামি সম এই প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাইরাস থেকে জন্ম নেওয়া যে ব্যাধি হঠাৎ করে তার অস্তিত্ব জানান্ দিয়ে আজ আমাদের নাড়িয়ে দিয়েছে তারই নাম হল ‘জয়েন্ট কেলেঙ্কারি’। এই ব্যাধি থেকে নিরাময়ের পথ কোথায় ও কিভাবে, পরীক্ষা ব্যবস্থা বা ভর্তির পদ্ধতিগত কোনও পরিবর্তন সম্ভব কিনা অথবা জয়েন্ট পরীক্ষার মরু-মায়া থেকে মুক্ত হয়ে আগামী দিনের ছাত্রসমাজ অসুস্থ প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় থেকে কতটা মুক্তির দিশা খুঁজে পাবে বা আদৌ পাবে কিনা কিংবা জয়েন্ট পরীক্ষা তুলে দিলেই মুশকিল-আশান হবে কিনা এই মুহূর্তে আমরা এইসব প্রশ্ন ও সংশয়ে আক্রান্ত, যার সদুত্তর পেতে আমাদের কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে !

## ডাক্তারের অবহেলায় দুই যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দুই যুবক অমিত মন্ডল (২০) ও রাণাপ্রতাপ মন্ডল (২৩, গত ৬ আগষ্ট বিলেতি মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের অবহেলায় দু' জনেই মারা যান। খবর, ঘটনার দিন রাত ১০-৩০ নাগাদ অমিতের বাড়ীতে ওরা দু'জনে মদ পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওদেই অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তখন ডিউটিতে ছিলেন ডাঃ অমিত সরকার। ঐ সময় ডাক্তারবাবু কোয়াটারে ঘুমে অচৈতন্য। অনেক ডাকাডাকির পর ডাক্তারবাবুর ঘুম ভাঙে। তিনি হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থদের না দেখেই ইনজেকসন লিখে দেন। ঐ ইনজেকসন দু'জনের শরীরে প্রয়োগ করা মাত্র ওরা ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। হতচকিত আত্মীয়স্বজন এই পরিস্থিতিতে পুনরায় ডাক্তার সরকারের কোয়ার্টারে ডাকাডাকি করলে অমিতবাবু ওদের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করে অসুস্থ দু'জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে রেফার করে দেন। সেখানে দু'জন মারা যান। একদিকে ডাক্তারের হৃদয়হীন অবহেলা, অন্যদিকে আফগারী বিভাগের অসাধুতায় ধুলিয়ানে বেআইনী মদের কারবার এই মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। উল্লেখ্য, এখানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বারে বিহার থেকে নকল মদ এনে বিক্রী করা হয়। যার ফলে মাঝে মধ্যে বারের মধ্যে হুজ্জৎ চলে বার মালিকের সঙ্গে খরিদদারদের। পুলিশ ও প্রশাসন সব কিছু জেনেও চুপ।

### মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

পিচ রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনে পাথর বিছানো হয়েছে বেশ কয়েক মাস আগে। জল নিকাশীর জন্য রাস্তার ধারে ড্রেনও তৈরী হয়েছে। কিন্তু চৌ মাথায় ড্রেন তৈরী না হওয়ায় এবং পুরোনো কালভার্টের মুখ মাটি ফেলে বন্ধ করে দেবার ফলে রাস্তার ধারের অনেক বাড়ীর নোংড়া জল রাস্তায় এসে জমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে। এ সবের প্রতিকারে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই।


## জায়গা বিক্রী

উমরপুর পাওয়ার ষ্টেশনের সন্নিকটে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর তিন কাঠা জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগ ঃ— মোবাইল ঃ ৯৮৩১০০২৯৯৪


### কনে সাজানো

বিয়েতে কনে সাজানো, মেহেন্দী পরানো, তত্ত্ব সাজানো একমাত্র আমরাই করে থাকি।

শান্তি সাহা, রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লী

### স্কুল কমিটির প্রধান প্রতিপক্ষ ( ১ম পৃষ্ঠায় পর )

লোকমান বিশ্বাসের স্ত্রী নুন্নেহার বিবি তাঁর ছাদ চেপে যাতে স্কুলের ঘর তৈরী না হয় তার জন্য জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত আবেদন জানান ১৫ মার্চ '০৭। তার ভিত্তিতে ৩ মে '০৭ মহকুমা শাসক তাঁর চেম্বারে দু' পক্ষকে হেয়ারিং-এ ডাকেন। সেখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কে, সি, মন্ডলের উপস্থিতিতে দু' পক্ষের মতামত নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ঘটনা কাউন্সিলকে জানানোর জন্য বলা হয়। বর্তমানে দোতলার কাজ বন্ধ থাকলেও কাউন্সিলের কোন ভূমিকা এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। লোকমান আলির ছেলে মহঃ বদর আলির ক্ষোভ— 'জায়গা নেবার পর থেকেই স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। ২৮/৬/২০০০ বিদ্যালয় উপদেষ্টা সমিতি গঠনের একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ সভায় তারা রেজুলিউসন নেন—'ভুমি দাতা না থাকায় ঐ পরিবারের কোন সদস্য কমিটিতে রইল না'। অথচ বাবা তখন জীবিত। অসহযোগিতার আর একটা দৃষ্টান্ত—বাবা মারা যাবার পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্কুলে একটা ফলক লাগাতে গিয়ে বাধা পেলাম। স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে ফলক বসাতে বাধা দিল। এস, আই এর অনুমতি নিয়েও সে ফলক আজও বসাতে পারিনি। এক সময় ওরা আমাদের বাড়ীর দিকে জানালা রাখার চেষ্টা করে কিন্তু সেটা সফল হয় না।'

গ্রামে শিক্ষার আলো প্রসারিত করতে পদ্মা ভাঙা ছিন্নমূল ১৮নং রামদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জায়গা দান করে আজ জমি দাতা লোকমান আলি বিশ্বাসের পুরো পরিবার অশান্তির মধ্যে গ্রামে বাস করছেন।

### লোডসেডিং বাড়বেই ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বন্ধ রাখা হবে। এই ভাবেই সিষ্টেম চালু রেখে সর্টেজ পাওয়ার মেকাপ করতে হচ্ছে। মোট কথা উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বেশী থাকলে বিভিন্ন প্ল্যান্টের উৎপাদন মাত্রা লক্ষ্য রেখে এই পন্থা ছাড়া গতি নেই। এটা পুরো কনট্রোল করছে হাওড়া এস এল ডি সি। কতক্ষণ লোড সেডিং থাকবে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ওদের হাতে। এই প্রসঙ্গে জনৈক গ্রাহকের অভিযোগ—"শীতের মরশুমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকলেও লোড সেডিং বন্ধ থাকে না। এ ছাড়া আকাশে মেঘ দেখা দিলে বা সামান্য বৃষ্টি হলেই বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর সাপ্লাই বা কল সেন্টারগুলোর উৎপাতে বিনা নোটিশে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে। মানুষকে অথযা কষ্ট না দিয়ে অনেক কাজ তো লোড সেডিং-এর সময়ও করা যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। নতুন কানেকশন দিতে গেলেও এলাকার লাইন বন্ধ রাখে এরা।"

যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে একটিই নাম—হলদিরাম

কল্পতরু

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি ও ভুজিয়া সরবরাহকারক

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি মোড়, মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯২৩২৫৩৫৯৯৬ ( দোকান ) মোবাইল ঃ ৯৪৩৩৬১০৪৬২


দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।